ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খারেজি

উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ

খারেজি

উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২৫০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-5-4

Khareji
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তার বিপরীত বস্তু দ্বারা চেনা যায়। বিপরীতটি সামনে এলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় বস্তুর আসল রূপ। এ জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে বিপরীত জিনিস দিয়ে সাজিয়েছেন। বস্তুত এটি একটি বিপরীত শক্তির জগত। এ পৃথিবীতে 'নুর' বা আলো রয়েছে, তার বিপরীত 'জুলমাত' ও অন্ধকার রয়েছে, যাতে মানুষ অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করে নুরকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে। পৃথিবীতে দীপ্তিমান আলোকিত 'দিবস' রয়েছে, তার বিপরীতে আঁধারে ঘেরা 'রজনী'ও রয়েছে, যাতে রজনীর সঙ্গে তুলনা করে দিবসের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। 'ইসলাম' রয়েছে; তার বিপরীতে 'কুফর'। একটি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় অপরটি। একদিকে রয়েছে 'ইখলাস', অপরদিকে রয়েছে 'নিফাক' বা কপটতা; যাতে নেফাকের সঙ্গে তুলনা করা হলে ইখলাসের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে সত্য রয়েছে; তার বিপরীতে রয়েছে মিথ্যাও। উভয়টি তুলনা করলে ভালো-মন্দ বুঝে আসবে। ইলম রয়েছে, তার বিপরীতে রয়েছে 'জাহালাত' ও মূর্খতা। আখলাক বা সচ্চরিত্র রয়েছে, তার বিপরীতে রয়েছে বদ-আখলাক। এভাবে প্রতিটি ভালো জিনিসের মোকাবিলায় মন্দ জিনিস অবশ্যই রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামি গ্রন্থভান্ডার গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমাদের সামনে একথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, সর্বপ্রথম মানব ও নবি আদম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত, এমনইভাবে নবিজির যুগ থেকে অদ্যবধি—সর্বযুগেই ছিল হক ও বাতিলের সংঘাত। আর আল্লাহর কুদরতের কারিশমাও এমন ছিল যে, প্রতি যুগেই হক এসেছিল অসহায় ও দুর্বলভাবে; আর বাতিল এসেছিল বৃহৎ শক্তি, অন্ধকার, দাম্ভিকতা, গর্জন ও হুংকার দিয়ে; কিন্তু ইতিহাসের পাতা ঘাটলে আমরা দেখতে পাই—পরিণামে সহায়-সম্বলহীনভাবে আত্মপ্রকাশকারী হকই সর্বদা বিজয়ী হয়েছে।

পৃথিবীর সূচনা থেকে চলে আসা সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাসই বলে দেবে কোন যুগে কোনটি হক ছিল আর কোনটি ছিল বাতিল। গভীর মনোযোগ দিয়ে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারব হক কীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। বাতিল যখন নমরুদের পূর্ণ দাপট নিয়ে এসেছিল, হক তখন ইবরাহিম আ.-এর সহায়-সম্বলহীন রূপে এসেছিল। বাতিল

যখন ফিরআউনের দাম্ভিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, হক তখন আবির্ভূত হয়েছিল মুসা আ.-এর ভূষণে। বাতিল যখন বনি ইসরাইলের রক্তপিপাসু রূপ পরিগ্রহ করে এসেছিল, হক তখন এসেছিল ইসা আ.-এর আকৃতিতে। বাতিল যখন এসেছিল রোম ও পারস্য সম্রাটের আকৃতিতে; ইয়াহুদি, নাসারা, মুনাফিক, মুশরিক ও কাফিরগোষ্ঠীর অনাচার-অসভ্যতা যখন তুঙ্গে, হক এসেছিল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রূপ ধারণ করে।

বাতিল যখন মাথাচাড়া দিয়েছিল ইমানি-আমলি ইরতিদাদ তথা ধর্ম বর্জনের ব্যাপক সয়লাবি রূপ নিয়ে, হক তখন এসেছিল প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর আকৃতিতে। অনুরূপভাবে উমর ফারুক রা. রুখে দেন ইয়াহুদি ও মুনাফিক-চক্রের ষড়যন্ত্র। এরপর উসমান রা.-এর যুগে বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহর রূপ ধরে।

তার পর? হ্যাঁ, তার পরের অন্যতম একটি বাতিল সম্প্রদায়ের উদ্ভব, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ নিয়েই রচিত গ্রন্থটি।

প্রিয় পাঠক, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব প্রতি যুগেই ছিল। আমরা অনেক কিছু দেখেছি, শুনেছি। তবে যারা ইতিহাস-মনোযোগী, তারা বুঝতে পারবে হকপন্থি কারা এবং তারা কীভাবে বাতিলের মোকাবিলা করে হক তথা ইসলামকে সমুন্নত রেখেছেন। তবে ইতিহাস নামক দুর্গম পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিখাদ ডিঙিয়ে সঠিক সত্যকে তুলে ধরা সত্যিই দুষ্কর। এ জটিল কাজটিই সম্পাদন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি স্কলার, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। তাঁর গবেষণাপদ্ধতি সত্যিই বিস্ময়কর। নির্মোহ বিশ্লেষণ আর সাবলীল ভাষ্যধারায় তিনি সিরাতে নববি ও খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনচরিত থেকে শুরু করে আধুনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষুরধার লেখনী চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনী শুরু থেকেই ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির রচনামালার গভীর অনুরাগী। তারা তাঁর সবগুলো বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রেখেছে সম্মানিত পাঠকবর্গকে। নিশ্চয় এটা একটা দুঃসাহসী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এ পদযাত্রার সারথি হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত লেখকের *আলি ইবনু আবি তালিব শাখসিয়্যাতুহু* ও *আসরুহু* গ্রন্থের চয়িতাংশ নিয়ে রচিত। সিফফিনের যুদ্ধের পর খারেজিরা আলি, মুআবিয়া ও আমর বিন আস রা.-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। পরবর্তী দুজন হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হলেও আলি রা. ফজরের সালাতে মসজিদে যাওয়ার সময় খারেজিদের দ্বারা গুরুতর আহত হন। দুই দিন পর এই অমিত-সাহসী এবং ধর্মপ্রাণ খলিফা শাহাদত বরণ করেন। আলোচ্য ঘটনার পরম্পরায় লেখক তখনকার পরিস্থিতি ও নানাবিদ ফিতনার দৃশ্যপট অঙ্কন করতে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন।

তুলে ধরেন খারেজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস। খণ্ডন করেন তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস। অসার হিসেবে প্রমাণ করেন তাদের চিন্তাধারা। বিশদ বিবরণে স্পষ্ট করেন তাদের ফিতনার আদ্যোপান্ত। পরে পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে মূল জীবনীগ্রন্থের পাশাপাশি *আল-খাওয়ারিজ নাশাতুহুম ওয়া সিফাতুহুম ওয়া আকায়িদুহুম ওয়া আফকারুহুম*। নামে প্রকাশ করা হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই অনূদিত রূপ।

চেষ্টা করেছি অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার। এ বিষয়ে প্রকাশক মাওলানা আবুল কালাম আজাদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। একজন প্রকাশক হিসেবে বহুমুখী ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয়-আনুসঙ্গিক পরিমার্জনে তিনি প্রচুর শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এদিকে মানুষ তো তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির উপকারিতা ব্যাপক হোক এবং এর সৌরভ মোহিত করুক সবাইকে, এ প্রত্যাশায়—

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
১ জানুয়ারি ২০১৯

সূচিপত্র

ভূমিকা # ৯

প্রথম অধ্যায়

খারেজি # ১৩

এক	: খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয়	১৩
দুই	: খারেজিদের নিন্দায় বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহ	১৮
তিন	: খারেজিদের পলায়ন এবং ইবনু আব্বাসের মুনাজারা-বিতর্ক	২৪
চার	: মুনাজারার জন্য আলির বের হওয়া এবং কুফায় তাদের সঙ্গে তাঁর আচরণের ধরন, পুনরায় খারেজিদের দলত্যাগ	৩১
পাঁচ	: নাহরাওয়ান অভিযান	৩৯
ছয়	: আলির যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফিকহি মাসায়িল	৫০
সাত	: খারেজিদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাবলি	৫৭
আট	: খারেজিদের কিছু ভ্রান্ত আকিদা ও চিন্তাধারা	৬৭
নয়	: কতেক সাহাবির দোষচর্চা এবং উসমান ও আলির তাকফির	৮৩
দশ	: বর্তমান যুগে খারেজিদের প্রাদুর্ভাব এবং তাদের কিছু লক্ষণ	৮৯
এগারো	: বর্তমান যুগে খারেজিদের ভ্রান্তি এবং বিকৃত চিন্তার কিছু নিদর্শন	১০৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলির জীবনের শেষ দিনগুলো ও শাহাদাত # ১২৯

এক	: নাহরাওয়ান অভিযানের ফল	১২৯
দুই	: বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য আলির উদ্দীপ্তকরণ ও মুআবিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি	১৩৩
তিন	: শাহাদাত লাভের দুআ	১৩৭
চার	: আলি রা. তাঁর শাহাদাতের বিষয়টি জানতেন	১৩৯
পাঁচ	: আলির শাহাদাত হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাৎপর্য	১৪২

পরিশিষ্ট # ১৬৬

ভূমিকা

নিশ্চয় সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল মন্দপ্রবৃত্তি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দকাজ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদারগণ, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম অবস্থায় থাকা ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তার পর তাদের দুজনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট-সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থেকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন। [সুরা নিসা : আয়াত ১]
>
> হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সমুদয় প্রশংসা আপনার জন্যই। এমন প্রশংসা, যা আপনার বড়ত্ব ও মর্যাদা এবং আপনার পরিপূর্ণ যোগ্যতার স্মারক বহন করে। আপনি যখন

রাজি থাকেন তখনো আপনার প্রশংসা; সন্তুষ্টির পরও আপনারই প্রশংসা।

হামদ ও সালাতের পর। খারেজিদের নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। এতে খারেজি সম্প্রদায়ের প্রকৃতি, ইতিহাস এবং তাদের নিন্দায় নববি বাণী, হারুরায় তাদের দলত্যাগী মনোবৃত্তি, তাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বিতর্ক-মুনাজারা, তাদের সঙ্গে আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবি তালিব রা.-এর আচরণ, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেপথ্য কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ ছাড়া আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর যুগে তাদের কুকীর্তি যেমন—ধর্মে বাড়াবাড়ি, দীন সম্পর্কে উদাসীনতা, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, কবিরা গুনাহকারী মুসলমানকে কাফের বলা, মুসলমানদের হত্যা ও তাঁদের সম্পদকে হালাল ঘোষণা করা, নির্বিচারে গালিগালাজ করা, তাঁদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা, মুসলমানকে কাফের বলা, কতেক সাহাবিকে গালমন্দ ও নিন্দা করা এবং উসমান ও আলি রা.-কে কাফের সাব্যস্ত করা—ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত মূলনীতি হলো হকের উন্মোচন ও বাতিল চিন্তাধারার খণ্ডন। মূল মানহাজ তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ, ফকিহ ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের মাধ্যমে ইসলামের বিশুদ্ধ বোধ, বিবেচনা ও চিন্তাধারা অর্জন করা সম্ভব।

সুতরাং দীনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এটা নয় যে, আমরা দ্রুত এর সুফল পাব; বরং প্রকৃত সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহ আমাদের এর তাওফিক দিয়েছেন—এই বোধ এবং আমরা এর দ্বারা ইসলামকে বুঝব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করব। আল্লাহ এ কাজে বরকত দান করুন। এর দ্বারা ইসলামের পথে আহ্বানকারী ওই সকল ভাইদের উপকৃত করুন, যাদের নাম আমরা জানি না। কিন্তু তাঁদের দাওয়াতের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। তাঁরা মুসলিম জাতিকে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা ওই সকল নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, যাঁরা সত্যকে চেনেন এবং নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব সত্ত্বেও সত্য প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় লড়াই চালিয়ে যান সন্তুষ্টচিত্তে। দীনের প্রতি একনিষ্ঠ মনোভাব ও হৃদ্যতা এবং রাসুল ﷺ-কে পরিপূর্ণ অনুসরণ করায় আল্লাহ তাঁদের হিদায়াত দান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থের মাধ্যমে ওই সকল আলিম ও তালিবে ইলমদের উপকৃত করুন, যাঁদের কলমের কালি শহিদি রক্তের সমতুল্য। ওই সকল ব্যবসায়ীদের উপকৃত করুন, যাঁরা নিজেদের জানমাল ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। যারা বলে,

'তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি।' [সূরা দাহর : ৯-১০] পৃথিবীর বুকে তাঁরা এমনই অপরিচিত বাহিনী; কিন্তু পরকালের চিরন্তন জান্নাতি কাননে তাঁরা একেকজন মহান অতিথি।

আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে তুমুল ঘূর্ণিঝড় চলছে ইসলাম ধ্বংসের। আমাদের দীন ও আকিদা নির্মূলে চলছে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। ক্রুসেডার, ইয়াহুদি, বাতিনি, বিদআতি ও সেকুলারিজমের একনিষ্ঠ সমর্থকদের মতো ইসলামের শত্রুরা আমাদের শাসকশ্রেণি, নেতৃবৃন্দ ও আকাবিরগণকে জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও রাজনীতির মাঠে কোণঠাসা করে রেখেছে। তারা একযোগে আমাদের সোনালি ইতিহাসের বিকৃতি সাধনে আদাজল খেয়ে নেমেছে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস যদি মুছে ফেলা যায়, তবে নেতৃত্বশীল সংস্কারবাদী জাতি গঠনের কোনো উপাদান থাকবে কি আমাদের? বিশ্বজুড়ে সমাদৃত মুসলিম মনীষীগণের নামনিশানা যদি মুছে ফেলা যায়, কোনো মূল্য কি আর আমাদের অবশিষ্ট থাকবে? সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সোনালি অতীত হতে শিক্ষা নেওয়া, যে ইতিহাস মুসলমানদের সামনে শত্রুদের মাথা নোয়ানোর, যে ইতিহাস অশুভ চিন্তার ধারকদের ষড়যন্ত্র নস্যাতের। আমরা কি হারানো সেই দাওয়াতি ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে এবং সেই সভ্যতা-সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হব না?

বর্তমানে এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিদ্যমান, যেখানে মানবতা আল্লাহর বাতানো পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পৌঁছে গেছে অধঃপতনের অতল গহ্বরে; অথচ তাদের ব্যাধির নিরাময় রয়েছে মুসলমানদের কাছে। কিন্তু তারা কি আত্মত্যাগে প্রস্তুত? আত্মরক্ষা এবং অন্যকে বাঁচানোর মানসিকতা কি আমাদের আছে?

আবারও ইসলাম ফিরে আসুক তার মূলে। সকলের হৃদয়ের পঙ্কিলতা সে দূর করে দিক। ইসলাম পুনরায় আমাদের উত্তম চরিত্রে শক্তি যোগাক। আমাদের মিলিয়ে দিক কুরআনের সঙ্গে। ইসলামের নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আমাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত করুক। ইসলাম যেন আমাদের এই বোধে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলে যে, রাসুল ﷺ-এর দাওয়াত এবং খুলাফায়ে রাশিদিন তথা আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রা.-সহ অন্য সাহাবিগণের আদর্শের ওপর আমল করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, যাতে আমরা রাসুল ﷺ-এর রিসালাতের প্রচার-প্রসার ও তাকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে কাজ করে যেতে পারি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমি ১১ শাওয়াল ১৪৩৫—৭ আগস্ট ২০১৪, বৃহস্পতিবার দুপুর

১২টা ৫৫ মিনিটে লেখা শেষ করি। সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলির মাধ্যমে দুআ করি, তিনি যেন এ কাজকে কবুল করেন। এই গ্রন্থ থেকে সবাইকে উপকৃত করেন। নিজ অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা এতে বরকত দেন।

এই ভূমিকার শেষ পর্যায়ে এসে আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজ কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। বানিয়ে দেন তাঁর বান্দাদের উপকারের পাথেয়। এ গ্রন্থের প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে উত্তম বদলা দান করেন। যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে কবুল করেন। আমি প্রতিটি মুসলমানের কাছে অনুরোধ করছি, যারা এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, তাঁরা যেন তাঁদের দুআয় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আল্লাহ বলেন,

> হে আমার রব, আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন আপনার এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকি, যা আপনি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছেন এবং এমন সৎকাজ করি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপন অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করুন। [সুরা নামাল : ১৯]

> আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন, তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন, তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। [সুরা ফাতির : ২]

মহান রবের মাগফিরাত, রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায়,

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আসসাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

খারেজি

এক. খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয়

বিজ্ঞ আলিমগণ প্রচুর নিদর্শন ও পরিচয়ের সঙ্গে খারেজি সম্পর্কে[১] সংজ্ঞা দিয়েছেন, তন্মধ্যে :

- আবুল হাসান আশআরি রাহ. বলেন, যারা চতুর্থ খলিফা আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা আলি ইবনু আবি তালিবের বিরুদ্ধে খুরুজ (দলত্যাগ ও বিদ্রোহ) করেছে, নিঃসন্দেহে তাদের খারেজি বলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে এদের বেরিয়ে যাওয়াই 'খারেজি' নামকরণের কারণ। আবুল হাসান আশআরি রাহ. লেখেন, খারেজি নামকরণের হেতু হচ্ছে—যখন আলি রা. 'তাহকিম' তথা সালিশি চুক্তিনামা মেনে নেন, তখন তারা তাঁর দল ত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[২]
- ইবনু হাজাম আন্দালুসির সংজ্ঞা অনুযায়ী খারেজি বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বোঝায়, যারা চতুর্থ খলিফা আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মত কিংবা তাদের রায় গ্রহণ করেছে। তিনি লেখেন, যারা 'সালিশি ব্যবস্থা' অস্বীকার করে, গুনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফির বলে, মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কবিরা গুনাহকারীকে চিরন্তন জাহান্নামি মনে করে, অকুরাইশিদের মধ্যে ইমামত বৈধ হওয়ার আকিদার ক্ষেত্রে খারেজিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে; তারা খারেজি।

---

[১] আভিধানিক অর্থে 'খারেজি' শব্দটি আরবি 'খুরুজ' (الخروج) শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ 'বের হওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া'। বহুবচনে 'খাওয়ারিজ' ব্যবহৃত হয়।

[২] *মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন* : ১/২০৭।

যদি কেউ উপরিউক্ত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ না করে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান মতানৈক্যপূর্ণ অন্যান্য মাসআলায় সে খারেজিদের বিরোধী মত পোষণ করে, তাহলে তাকে খারেজি বলা হবে না।

- আল্লামা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ আবদুল করিম শাহরাস্তানি রাহ. খারেজিদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে এমনসব লোকদের খারেজিদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন, যারা যেকোনো কালের শরয়িভাবে স্বীকৃত মুসলমানদের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। খারেজিদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমাদৃত হক ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা খারেজি—চাই এই বিদ্রোহ সাহাবিগণের যুগে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদার বিরুদ্ধে হোক বা তাঁদের পরবর্তী তাবিয়িদের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী কোনো শাসকের যুগে।[৩]
- ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, খারেজি হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা তাহকিমের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলির বিরুদ্ধে দলছুট হয়ে যায়। আলি রা., উসমান রা. ও তাঁদের পরিবারবর্গকে গালমন্দ করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা যদি উপরিউক্ত পূত-পবিত্র সাহাবিগণকে কাফির বলে, তবে তারা চরমপন্থি গাদ্দার খারেজি।[৪]
- ইবনু হাজার রাহ. তাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে অন্যত্র বলেন, খারেজি হলো বিদ্রোহীদের একটি দল। দলটি বিদআতি। দীনি বিধান ও মুসলমানদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তাদের খারেজি বলা হয়।[৫]
- আবুল হাসান আল মালাতি অভিমত—প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খারেজি হচ্ছে যারা لا حكم إلا لله 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুম নেই' বলে স্লোগান তুলেছিল। যারা বলেছিল, আলি রা. আবু মুসা আশআরিকে সালিশ মেনে কুফরি করেছেন (নাউজুবিল্লাহ); অথচ সালিশের অধিকার কেবল আল্লাহরই।' এরাই খারেজি ফিরকা। তাহকিমের দিন তারা আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলছুট হয়ে যায়। কেননা, তারা আলি ও আবু মুসা আশআরির সালিশকৃত কাজ অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে বলে ওঠে—لا حكم إلا لله।[৬]

---

[৩] *আল-ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল* : ২/১১৩।

[৪] *তাদউস সারি ফি মুকাদ্দামাতি ফাতহিল বারি* : ৪৫৯।

[৫] *ফাতহুল বারি* : ২/২৮৩।

[৬] *আত-তাম্বিহ ওয়াররাদ্দু আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদায়ি* : ৪৭।

- ড. নাসির আল আকল বলেন, যারা গুনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফির বলে এবং অত্যাচারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা খারেজি।[৭]

সারকথা, খারেজি ওই দল, যারা সিফফিনযুদ্ধে সালিশের সন্ধি মেনে নেওয়ার কারণে আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। খারেজি ছাড়া অন্যান্য নামেও এদের সম্বোধন করা হয়। যেমন : হারুরিয়া,[৮] শুরাত,[৯] আল মারিকা বা মুহাক্কিমা[১০] ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এরা 'আল মারিকা' ছাড়া অন্যান্য উপাধি নিজেদের জন্য মেনে নিয়েছে। 'আল মারিকা' মেনে না নেওয়ার কারণ হচ্ছে, হাদিস শরিফে বলা হয়েছে,

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

> তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।[১১]

কতেক আলিম এ বিষয়ে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খারেজিদের উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে রাসুলের পবিত্র জীবদ্দশায় ঘটেছে। এ সকল আলিম প্রথম খারেজি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন জুল-খুয়াইসারাকে। আলি ইবনু আবি তালিব রা. ইয়ামেনে রাসুলের নিয়োজিত গভর্নর ছিলেন। তিনি সেখান থেকে সামান্য স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন রাসুলের কাছে। জুল-খুয়াইসারা নামের এই লোক রাসুলের ওপর ওই স্বর্ণ বণ্টনের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল।

আবু সায়িদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আলি ইবনু আবি তালিব রা. ইয়ামেন থেকে রাসুলের কাছে একপ্রকার (রঙিন) চামড়ার থলে করে সামান্য স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনো এগুলো থেকে লেগে থাকা মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সায়িদ খুদরি বলেন, রাসুল ﷺ চারজনের মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হলেন উয়াইনা ইবনু হিসন, আকরা ইবনু হাবিস, জায়েদ আল খায়ল এবং চতুর্থজন আলকামা ইবনু উলাসা কিংবা আমির ইবনু তুফায়েল রা.। তখন সাহাবিগণের মধ্য থেকে একজন বললেন,

---

[৭] আল-খাওয়ারিজ, নাসির আল-আকল : ২৮।

[৮] কারণ, তারা প্রথম হারুরা নামক এলাকায় সমবেত হয়েছিল।

[৯] শুরাত মানে বিক্রয় হয়ে যাওয়া। ওরা নিজেদের ব্যাপারে বলে আমরা আল্লাহর আনুগত্যের লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছি।

[১০] এই নামকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা তাহকিকের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং لا حكم إلا لله-এর স্লোগান তুলেছে।

[১১] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন : ১/২০৭।

'এটা পাওয়ার ব্যাপারে তাদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম'। বর্ণনাকারী বলেন, কথাটি রাসুল ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাই রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা কি আমার ওপর আস্থা রাখো না? অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন; সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে।'

বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দুটি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালবিশিষ্ট, দাড়ি অতি ঘন, মাথা ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গি ওপরে উত্থিত। সে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহকে ভয় করুন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস! দুনিয়াবাসীর মধ্যে আমারই কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত নয়?'

বর্ণনাকারী আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন, লোকটি চলে গেলে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেবো না'? রাসুল ﷺ বললেন, 'না, হতে পারে সে সালাত আদায় করে'। খালিদ রা. বললেন, 'অনেক সালাত আদায়কারী এমন আছে, যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারণ করে, যা তাদের অন্তরে নেই।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আমাকে মানুষের অন্তর ছিদ্র করে, পেট চিরে দেখার জন্য বলা হয়নি।'

তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে; অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দেহ ভেদ করে তির বেরিয়ে যায়।' (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, 'যদি আমি তাদের পাই তাহলে অবশ্যই তাদের সামুদ জাতির মতো হত্যা করে দেবো।'[১২]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জাওজি রাহ. লেখেন, খারেজিদের প্রথম (অর্থাৎ, খারেজি ফিতনার উদ্ভাবক) এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো জুল-খুয়াইসারা তামিমি। অন্য হাদিসে এসেছে, সে আপত্তি তুলে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি ইনসাফ করুন।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে?'[১৩]

এই লোকই প্রথম খারেজি, যে ইসলামে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের বীজ বপন করেছে।

---

[১২] বুখারি: ২/২৩২; মুসলিম: ২/৭৪২।
[১৩] সহিহ মুসলিম: ২/৭৪০।